ব্যভিচার মহাপাপে গৃহাশ্রম নষ্ট।
ব্যভিচার মুক্তি নাই আর লক্ষ্মী ভ্রষ্ট।।
ব্যভিচার বলে কারে শুনিয়াছ তাই।
ঘরে পরে ব্যভিচার আছে সর্ব ঠাঁই।।
কালাকাল নাহি মানে কাম-মুগ্ধ নর।
নিজ নারী লয়ে করে নিত্য ব্যভিচার।।
শুধুই তাহাই নহে ভ্রান্ত নরগণ।
ঘরে পরে করে কত অগম্য গমন।।
এমন হয়েছে দশা দুঃখে মরে যাই।
খুড়ি, মাসী, লঘু গুরু কিছু মান্য নাই।।
অজা-পশু-সম-নর ব্যভিচারে মত্ত।
গৃহাশ্রম করে নষ্ট হ'য়ে কামোন্মত্ত।।
অগম্য গমনে হেন যেবা করে পাপ।
তার প্রতি পূর্বপুরুষের অভিশাপ।।
সাবধান সাধু! সব রহ সাবধান।
ব্যভিচারে লক্ষ্মীভ্রষ্টা নষ্ট জাতি মান।।
আপন বাঁচা'য়ে যদি রাখিবারে চাও।
নারীকোল দেও ছেড়ে নিদ্রা নাহি যাও।।
কালের দোসর ঘুম 'কালনিদ্রা' কয়।
নিদ্রাকালে হরে ধন রক্ষা নাহি পায়।।
বা'হাতে খর্পর তার ডা'ন হাতে খান্ডা।
মার মার শব্দ রণে আসে উগ্রচন্ডা।।
রাত্রিকালে জীবগণ নিদ্রাকোলে ঢলে।
উগ্রচন্ডা বলি দেয় জীব দলে দলে।।
''অতন্দ্র' যেজন রহে নিদ্রা দূর করি।
তাঁর সঙ্গ উগ্রচন্ডা চলে পরিহরি।।
অবোধ অজ্ঞান নর ইহা নাহি জানে।
নারী, নিদ্রা লোভে পড়ে ডাকে যে মরণে।।
সাধু সাবধান! কহি সাধু সাবধান।
নিদ্রা, নারী পরিহরি সাজ মহাজন।।
সন্তানের সাধ যদি কভু হয় মনে।
ঋতুকালে দিন মাত্র রহ নারী সনে।।
পবিত্র চরিত্র যাঁর নহে ব্যভিচারী।
সন্তান জন্মিতে পারে স্পর্শিলেই নারী।।
ব্যভিচারী দোষে যার নহে ঠিক মূল।
অকুল সাগরে ডুবে নাহি পাবে কুল।।
বারে বারে ক্ষণে ক্ষণে এই বাণী কয়।
ব্যভিচারী হ'লে কিন্তু ঘর সারা দায়।।
ফোঁটা হারালে বটে কলসে না কুলায়।
তীর ছেড়ে দিলে হাতে ফিরে কেবা পায়।।
সময় থাকিতে তাই সামাল! সামাল!
ব্যভিচারী হ'লে কিন্তু সব পয়মাল।।"
আপন জীবনে প্রভু পালে এই নীতি।
নিদ্রাহীন প্রেমালাপ করে সারারাতি।।
চারি পুত্র এক কন্যা যবে জন্ম লয়।
পাঁচদিন মাত্র প্রভু নারী সঙ্গে রয়।।
সত্যভামা দেবী লক্ষ্মীমাতা ঠাকুরাণী।
জানিয়া পতির মন সাজিলা যোগিনী।
পবিত্র চরিত্রে দোঁহে রহে ভিন্ন ভিন্ন।
এই ব্রতধারী প্রভু গৃহী-শিক্ষা জন্য।।
উদার আদর্শ হেন হবে না'ক আর।
গার্হস্থ্য ধর্মেতে শ্রেষ্ঠ গুরুচাঁদ আমার।।
তাঁর বাণী তাঁর ভাব জীবে লও সুখে।
লইয়া গৃহীর ধর্ম গুরুচাঁদ ডাকে।।
হয় নাই হবে না হেন অবতার।
'হরি-গুরুচাঁদ সর্ব অবতার সার।।
আদর্শ গৃহস্থ রূপে ''হরি গুরুরাজ।
পয়ার প্রবন্ধ কহে কবি রসরাজ।।